যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN 24 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ... ৮ ...

এসএসসি পরীক্ষার ফল

একযুগ আগে ১৯৯৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ৭২ দশমিক ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাস করেছিল। এরপর এবারই রেকর্ড সংখ্যক ৫৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের খবর নিয়ে আজকের ফোকাস।

..রেজি ও গণিতের জন্যই এতো ফেল

মুহাম্মদ যাকারিয়া

দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে এসএসসি পরীক্ষায় প্রতি বছরই শিক্ষার্থীরা ব্যাপক হারে ইংরেজি ও গণিতে ফেল করছে। নকলমুক্ত পরিবেশে পাসের হার বাড়লেও এ দুই বিষয়ে যোগ্য শিক্ষক, না থাকায় এখনো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী এসএসসিতে উত্তীর্ণ হতে পারছে না। এ বছরও অকৃতকার্য রয়ে গেছে শতকরা ৪০ দশমিক ৫৩ ভাগ শিক্ষার্থী। গ্রামাঞ্চলে গণিত ও ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষক সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ অবস্থায় এসএসসিতে ফেল রোধে শিগগিরই গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানকারী শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি বলে মনে করছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা।

প্রাথমিক অনুসন্ধানে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, অকৃতকার্য ৩ লাখ ১৮ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে সিংহভাগই ইংরেজি বা গণিত কিংবা উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। এদের মধ্যে ইংরেজিতে ফেল করার হার সবচেয়ে বেশি। যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান মিয়া ফল প্রকাশের পর যায়যায়দিন-কে বলেছেন, এবার ইংরেজিতে একটু খারাপ প্রশ্ন করায় শিক্ষার্থীরা ব্যাপক হারে ফেল করেছে।

ইংরেজি ও গণিতে বেশি হারে ফেল করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দক্ষ শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ে খারাপ করছে। আবার বেশ কিছু স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। স্কুলগুলোতে গণিতের শিক্ষক থাকলেও মফস্বল এলাকায় সাধারণ বিষয়ের শিক্ষকরাই ইংরেজি পড়ান। পাশাপাশি মফস্বল এলাকায় আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবও ফেল করার একটি কারণ। বান্দরবান আলুকদম উপজেলার নির্বাহী অফিসার ফারুক আহমেদ এসএসসি পরীক্ষার আগে চট্টগ্রাম বোর্ড আয়োজিত এক সভায় জা

জন্য ৫-৭ বার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো শিক্ষক পাওয়া যায়নি। এসব এলাকায় ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক নেই। দেশের স্কুল ও মাদ্রাসায় ইংরেজি ও গণিতে উপযুক্ত শিক্ষক স্বল্পতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১. নবম-দশম শ্রেণীতে কমিউনিকেটিভ ইংরেজি চালু ও গণিতের কারিকুলাম পরিবর্তন করার পর শিক্ষকদের ওই মানে তৈরি করা হয়নি। শহরকেন্দ্রিক সরকারি স্কুল ছাড়া মফস্বল এলাকার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ২. আশির দশকে ডিগ্রি স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি তুলে নেয়ার পর থেকে ওই সময়ের পড়ুয়াদের মধ্যে যারা স্কুল শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজিতে দক্ষ নন। ৩. ১৯৮৪ সালের আগে বিএসসিতে তাদের বর্তমান সিলেবাস সম্পর্কে দখল কম। কারণ পরবর্তী সময়ে বিএসসি গণিতে এমন অনেক কিছু সংযোজন করা হয়েছে, যা বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ানো হচ্ছে।

সূত্র জানায়, ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি ট্রেনিং প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। গত এক বছর আগে এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হলেও এখনো প্রক্রিয়াধীন। এতে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বোর্ডগুলোকে নিজস্ব অর্থায়নে ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। তবে বোর্ডগুলোর প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তারা তা করতে পারেনি বলে জানিয়েছেন বোর্ড চেয়ারম্যানরা।

কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ যায়যায়দিন-কে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সঙ্কটের কথা স্বীকার করে বলেন, ইংরেজিতে এখনো পর্যাপ্ত শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে। তবে গণিতে শিক্ষক সঙ্কট কিছুটা কমে এসেছে।

যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান মিয়া জানালেন, শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ায় এখনকার শিক্ষকরা গণিত ও ইংরেজিতে ততোটা দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন নন। এছাড়া শিক্ষক সঙ্কট তো আছেই। ঐ দুই বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপালরা জানালেন, সরকারি স্কুলের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারি পর্যায়ে তা নেই।

এছাড়া মফস্বল এলাকায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব তো রয়েছেই। এ কারণেই সেখানকার শিক্ষার্থীরা খারাপ

যশোর বোর্ডে বিপর্যয়ের পেছনেও ইংরেজি-অঙ্ক

ফখরে আলম যশোর

যশোর শিক্ষা বোর্ডে এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৪৮ দশমিক ১০। সাতটি বোর্ডের মধ্যে যশোর বোর্ডেই পাসের হার সবচেয়ে কম। কেন এ ফল বিপর্যয়? এ বিষয়ে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী আর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নতুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলো এবার ভালো ফল করতে পারেনি। এছাড়া ইংরেজি প্রশ্নপত্র খারাপ হওয়ার কারণে অনেকের পরীক্ষা ভালো হয়নি। ইংরেজিতে বেশির ভাগ ছাত্র ফেল করেছে। যশোর সদর উপজেলার ভাতুড়িয়া কলিজিয়েট স্কুলের পরীক্ষার্থী শামীম জানায়, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নের কারণে অনেকেই উত্তর লিখতে পারেনি। যশোর জিলা স্কুলের শিক্ষক গোলাম মোস্তফাও প্রশ্নের কথা বলেছেন। এ বিষয়টি যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আমীরুল আলম খান স্বীকার করে বলেছেন, পাসের হার কম হওয়ার অন্যতম কারণ ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, ১৪৯টি স্কুলের পাসের হার শূন্য থেকে ২০ শতাংশ। এর মধ্যে ১৫টি স্কুলের ১ জন ছাত্রছাত্রীও পাস করতে পারেনি। এসব স্কুলের বেশির ভাগই নতুন প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিলেজ পলিটিক্সের মধ্য দিয়ে এসব স্কুল চালু করা হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নতুন স্কুলের ফল বিপর্যয়ের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।